মিছে এই ভবে-সৈয়দুল ইসলাম

অশ্রুজল আর শূন্য হাতে পাঠিয়েছেন রবে,
সুন্দর ক্ষণস্থায়ী মিছে এই ভবে।

কোরআন আর হাদিস শিক্ষায় নেই কোন সাড়া,
রঙ তামাশা ভোগবিলাসে থাকি পাগলপারা।

একমুঠো ভাত সুখের আশে পাপের পথে হাঁটি
মনুষ্যত্ব পায়ে ঠেলে করছি জীবন মাটি।

হিংসা বিদ্বেষ হৃদে পোষে করছি বৃথা বাস,
কর্ম দোষেই ডাকছি শুধু জীবনেরও নাশ।

মিথ্যাচারে সুখ পালিয়ে দুঃসহ দিন কাটে,
ক্ষমা কি আর করবে প্রভু শেষ বিচারের মাঠে?

সুদ আর ঘুষে মন না দিয়ে সততারই পথে,
হালাল হারাম বুঝে চলো প্রভুর খুশি মতে।

রঙ্গালয় – হাফিজুর রহমান

জনগণের পিতা তুমি জনপ্রতিনিধি
সন্তানগুলোর রাখো না খেয়াল,
পছন্দ কর দেখতে সবসময় ওদের
দশাটা থাকে যেন বেহাল।

এই রকমেরই যদি হয় সমাজপতি
তুমি তাহলে কী ধরনের পিতা? খেলা দেখ মজা নিতে আরাম করে সেবা দেয়ার কেটে ফিতা?

গোলমেলে নীতির এখন রাজনীতি হেলেদুলে – ঝুলে নাচে জনগণ!

বানরের মত যেমনটি নাচাবে পিতা
তেমনটি নাচলেই ভাগ্যবান।

প্রত্যাশা আজ প্রত্যাহৃত – রফিকুল ইসলাম

অনেকটা সময় লবঙ্গের সুঘ্রাণে হারিয়ে গেছে,
পরম সহিষ্ণতায় দুঃখগুলো প্রথিত মনে
সাত সাতটি বসন্ত পুড়ে গেছে তপ্ত বৈশাখে,
প্রতিশ্রুতির নামতা মেলেনি প্রতিশ্রুত ধারাপাতে।

গর্ভিণী মেঘেরা আজ সুখের বার্তা নিয়ে এসেছে হলুদ পাতার বদলে জেগেছে সবুজ কিশোলয়,
অনুভব ছুঁয়ে সৌভাগ্যের বারান্দায় সুগন্ধ ছড়ায় স্বপ্নলতিকা এখন জানালার কার্নিশ ছুঁয়ে যায়।

তবুও ঝড় উঠে স্বপ্নঘোরে ঘুমের আঁধার ভেঙে বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বেয়ে
প্রথিত কষ্টগুলো নিঃশব্দ কান্নায় জেগে উঠে
সুঘ্রাণ গোলাপে কাঁটাগুলো অলক্ষ্যে থাকে চেয়ে।

দূরে ঐ নীলিমায় পাখিরাও উড়ে যায় ফিরে
আঙ্গুলের ফাঁকে সূতাকাটা ঘুড়িটাও উড়ে যায় দূরে
দূরে— অনেক দূরে..! অনেক— দূরে..!

নিদাঘ দুপুর – জাহাঙ্গীর

চৌধুরী

নিদাঘ দুপুর রৌদ্রে ভরপুর মাঠেঘাটে নেই বায়।
গাছের তলায় বসে সবাই
শীতল বায়ুর আশায়।
কাকেরা সব করিয়া রব
পিয়াসে হয় কাতর।
নিপানগুলো ফেটে চৌচির দেখতে কঠিন পাথর।
আম কাঁঠালে পাক ধরেছে মিষ্টি রসের আয়েশ।
যত খাবে মজা লাগবে
মিটবে না তার খায়েশ।
কচি তালশাঁস আর লিচুর রস
করে শুধু টসটস।
খেলে পরে দু-চোখেতে
আসে নিদের পরশ।।

তুমি দীপান্বিতা – কনক কুমার প্রামানিক

দীপ্তি ছড়ানো আলোয় ঝলমলে
আঁধারে তুমি দীপান্বিতা,
দিওয়ালী রজনীতে উদ্ভাসিত
অন্তর জুড়ে তুমিই পূজিতা।

প্রণয় বিভা সমুজ্জ্বল তুমি নিকষ আঁধারেরও জ্যোতি সুভাষিণীর সুললিত প্রসঙ্গ স্নেহময়ী আর রুপবতী।

পূর্ণিমা জ্যোৎস্না লুটোয় এসে
তাঁর সোনাঝরা পায়ে,
জাগতিক আঁধার কাটিয়ে দেবো
তটিনীর উন্মুক্ত নায়ে।

মুখোশের আড়ালে – দিলারা জাহান

মুখোশের আড়ালে থাকে
কতনা ঢাকা মুখ,
ওদের জন্য ভালো মানুষ গুলো
পায়না কোন সুখ।
মুখ ঢাকা লোকে দেখি
ভরা বাংলাদেশ,
শহর বন্দর গ্রামে গঞ্জে
আছে ওরা বেশ।

বোঝা যায় না চলা ফেরা যায় না বুঝা গতি,
কেউ জানে না কখন ওরা করে কার ক্ষতি।

পরের ভালো দেখতে পারেনা ওরা একদম,
ভালো লোকের মন্দ করে ওরা হরদম।

সমাজের যারা ভালো করে তারা শত্রু ওদের,
ভালো লোকের চেয়ে না কি ওরা ভালো ঢের।

কার পিছে কখন লাগে
তারা ও নাহি বুঝে,
কাকে কখন হেনস্থা করবে

সেই ফঁন্দি খুঁজে।

মুখোশ ধারী মানুষ গুলো নষ্ট করে সম্মান,
সমাজে যে সেখানে থাকেন ওদের থেকে সাবধান।

চরিত্র বলে ওদের ভাই নাই কোন কিছু,
তবু ওরা নিবেই নিবে
চরিত্র বানের পিছু।

মুখোশধারীদের এসো
করি সকলে বয়কট,
তাহলেই কমে যাবে
এই সমাজের ফ্রট।

পথশিশু – এস এ কাওছার

পথশিশু পথের ধারে
পড়ে আছে অকাতরে
শীতের সাথে যুদ্ধ করে
করছে জীবন পার!
পথশিশু হলো বলে
নাই কি অধিকার?

পথশিশু নাম দিয়েছে
এদের শুনি কে
জন্ম তাদের কে দিয়েছে কোথায় গেলো সে?
অপরাধী তারা নাকি
সমাজপতি যারা
অবহেলায় তবে কেন
পথশিশুরা?

পথ থেকে এদের সরাতে
রাষ্ট্রের দায় নয়কি তাতে?
স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে
দেবে এদের কারা!
বেঁচে থাকার অধিকার কি
পাবেনা তবে তাঁরা।

হিম পৌষের প্রাতে-রফিকুল ইসলাম

শীতের ভোরে -পৌষের দিগন্ত ঝিমিয়ে আছে
শীতার্ত পাখিরা কলাহলে জাগেনি এখনো গাছে।

দীর্ঘরাতের শীত চুয়ে পড়ে পত্রহীন বৃক্ষের পরে
বাতাসে তুমুল হিম ঝরে ছকিনাদের কুঁড়েঘরে,
কুয়াশার ঘোরে শীত ঝরে,শিশিরের সাথে ভোরে।

কনকনে শীত পড়ে ফুটপাত আর বস্তির প্রান্তে ঠোঁটকাঁপা শীত পড়ে বস্ত্রহীন গরিবের গাত্রে, শীতে কাঁপে থরথর ঘুম নেই রাত্রে।

শীত বিলাসিদের শীত আসে উঁচুউঁচু দালানে লেপের ওমে উষ্ণতা লোভে লাল ঠোঁট চুম্বণে, হাত দু’টি গুটিসুটি শীতবস্ত্র বিতরণে।

নিষ্ঠুর ভাগ্যদোষে ওরা ভাসমান ফুটপাতে
শীত নিবারণে বস্ত্রহীন ঘরহীন শেীতের রাতে, রাস্তার পাশে শুনেছো কি নবজাতকের চিৎকার ? যাচে জন্মের অধিকার তীব্র হিম পৌষের প্রাতে।

হাড় কাঁপানো শীত – ইলিয়াছ হোসেন

বাংলার দ্বারে শীত এসে
ধনীদের সুখ দেয়,
শীতে তারা জ্যাকেট ব্লেজার
গায়ে জড়িয়ে নেয়।

রাতে ঘুমায় লেপ কম্বলে আরামের নেই শেষ,
পিঠা পায়েস খেয়ে তারা উল্লাস করে বেশ।

প্রভাতে শীত তাড়াতে
গরম কফি চা খায়,
উদরপূর্তি করে তারা
স্বীয় কাজে যায়।

দরিদ্ররা শীতের ডরে
কাঁপে থরথর করে,
জ্যাকেট ব্লেজার লেপ ও কম্বল নেই যে তাদের ঘরে।

উদর ভরতে পায় না খাবার
থাকে তাই হাভাতে,
খাবার খোঁজে বের হয় তারা হিম ভুলে প্রভাতে।

দরিদ্রদের অন্ন বস্ত্র ধনীরা করলে দান,
হাড় কাঁপানো শীতের থেকে বাঁচবে তাদের জান।

পৌষপার্বণ – কনক কুমার প্রামানিক

পৌষপার্বণ এলে ঘরে
খুশি প্রতি ঘরে
শীতের পিঠার মজা বাড়ে
পৌষ এলে পরে।

মিষ্টি পিঠায় প্রাণ ভরে রোদে বসে খেলে।
স্বাদে ভরা মজার পিঠা বাংলাতেই মেলে।

পৃথিবীর আর কোথাও
এ পরব নাই,
তৃপ্তি নিয়েই পিঠা খাই বার বার চাই।

বছর ঘুরে পৌষের শেষে পড়ে যায় ধুম
সারারাতই পিঠা বানাতে চোখে নেই ঘুম।